The Daily Star

22 JUL 2025

Japan's SMEs ready to adapt to Trump tariffs

AFP, *Tokyo*

Small and medium-sized firms like Mitsuwa Electric that form the backbone of Japan's economy have weathered many storms over the decades, and company president Yuji Miyazaki is hopeful they will also withstand Donald Trump.

As part of a campaign against friend and foe, the US president has threatened 25 percent tariffs on imports of Japanese goods from August 1, having already imposed tough levies on its vehicles, steel and aluminium.

However, Miyazaki told AFP that he was confident.

"We are providing very specialised products for specialised industries, where it is difficult to change suppliers or supplying countries just because of boosted tariffs," he said on a tour of the 92-year-old firm.

"I'm not worried too much, because if American companies can't produce parts on their own, they have no choice but to import those parts regardless of tariffs," the descendant of the firm's founder said.

With 100 employees, Mitsuwa Electric is not a household name.

But like millions of other SMEs that account for 99.7 percent of Japan's companies, it is world-class in its specialist niche.

It began making light bulb filaments and now produces coils, rods, needles, plates, pipes and wires for a range of goods including car lights, photocopiers and X-ray machines.

In 2022 it won a Guinness World Record for the smallest commercially available metal coil, with a diameter around half that of a human hair.

Mitsuwa's customers are across Asia, Europe and North America and include Japanese engineering giant Toshiba and Toyota-affiliated parts maker Koito Manufacturing.

Miyazaki said the impact of US tariffs on the company's business is limited so far, with one auto sector customer asking it to lower prices. "All we can do is to adapt to any changes in the business environment," Miyazaki said.

Prime Minister Shigeru Ishiba has sent his tariffs envoy Ryosei Akazawa to Washington seven times since April to try to win relief from the tariffs.

US Treasury Secretary Scott Bessent was due to meet Ishiba and Akazawa on Friday in Tokyo.

But the prime minister's apparently maximalist strategy of insisting all tariffs are cut to zero have been criticised in some parts, especially as August 1 approaches.

US-bound exports of Japanese vehicles -- a sector tied to eight percent of Japanese jobs -- tumbled around 25 percent in May and June.

প্রথম আলো
22 JUL 2025

আমাদের দর-কষাকষি হতাশ করেছে

সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

সেলিম রায়হান

বাংলাদেশের দর-কষাকষির অভিজ্ঞতা নেই। পাল্টা শুল্ক অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দর-কষাকষি হতাশ করেছে। মালয়েশিয়া নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) থাকা সত্ত্বেও তারা জটিল ইস্যুগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক করছে।

বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা জটিল। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভারতের সঙ্গেও রয়েছে নানা জটিলতা। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূকৌশলগত অবস্থান ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

বিশ্বায়নের এই নতুন পর্বে যেখানে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও কৌশলগত অংশীদারত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; সেখানে বাংলাদেশকে বুঝতে হবে ভূরাজনৈতিক সুবিধা কোথায় আছে। কোন কোন পণ্যে বা খাতে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ইতিবাচক অবস্থান নিতে পারি। আমরা এমন বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করছি, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে রপ্তানিনির্ভর শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে চামড়া, চামড়াজাত পণ্যসহ বেশ কিছু খাত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) কার্যত অকার্যকর। যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে তাতে বোঝা যায়, তারা খুব একটা ডব্লিউটিওর নিয়ম মেনে চলছে না। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, অন্য শক্তিশালী দেশ, যেমন ভারত, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ব্রাজিল নিজেদের স্বার্থে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কেউই বাস্তবে ডব্লিউটিওকে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আপাতত বাংলাদেশের উচিত ডব্লিউটিও-নির্ভরতা না বাড়িয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় এগোনো।

যুক্তরাষ্ট্রে চীনের কিছু পণ্যের ওপর শুল্কহার অনেক বেশি। কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানো হয়েছে। আর বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত হার ৩৫। এসব বিষয় আমাদের জন্য খুশির খবর নয়, বরং এগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে, আমাদের প্রতিযোগীরা যেমন সুবিধা পেতে পারে, তেমনি আমরাও শুল্ক চাপের শিকার হতে পারি।

প্রথম আলো
22 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক : কোন পথে

প্রথম আলোর আয়োজনে গত রোববার ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক : কোন পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আ
অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও গবেষকেরা। তাঁরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের বিষয়টি ভূরাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূকৌশলগত খেলার অংশ।
করেছে ও ভুল লোক দিয়ে ভুলভাবে এগিয়েছে। আলোচনায় দুর্বলতার ঘাটতি পূরণ করতে বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন ছিল

প্রথম আলো আয়োজিত 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক : কোন পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সাবেক সচিব, শিল্পোদ্যোক্তা ও বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের শীর্ষ নেতারা। রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

22 JUL 2025

ঃ কোন পথে বাংলাদেশ

গা শুল্ক : কোন পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন দেশের বিশিষ্ট
নৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূকৌশলগত খেলার অংশ। শুল্ক কমানোর আলোচনা করতে সরকার অহেতুক সময় নষ্ট
ত বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন ছিল। যদিও দর-কষাকষির জায়গা এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

অংশ নেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সাবেক সচিব,
া : প্রথম আলো

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন

সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)

সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার

আনোয়ার উল আলম চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)

মাহবুব আহমেদ, সাবেক অর্থসচিব ও বাণিজ্যসচিব

লে. জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, নিরাপত্তা বিশ্লেষক

এ কে আজাদ, এমডি, হা-মীম গ্রুপ

আবদুল মুক্তাদির, সভাপতি, বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতি ও এমডি, ইনসেপ্‌টা ফার্মাসিউটিক্যালস

মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

শরীফ জহির, এমডি, অনন্ত গ্রুপ ও চেয়ারম্যান, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক

মাহমুদ হাসান খান, সভাপতি, বিজিএমইএ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

সঞ্চালক :
শওকত হোসেন, হেড অব অনলাইন, প্রথম আলো

প্রথম আলো

22 JUL 2025

আবার সময় চেয়েছে বাংলাদেশ

পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনা

সময় চেয়ে আবার ই-মেইল করেছে বাংলাদেশ। ব্যবসায়ীদের লবিস্ট নিয়োগের কাজ চলছে। গবেষণা সংস্থা পিআরআইও যুক্ত হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

পাল্টা শুল্কহার কমানোর ব্যাপারে তৃতীয় দফার আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কাছে সময় চেয়ে আবার ই-মেইল করেছে বাংলাদেশ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গতকাল সোমবার ই-মেইল পাঠিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরুর সময় চেয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগেই অবশ্য ইউএসটিআর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, এ সময়ে সংস্থাটির কর্মকর্তারা এত ব্যস্ত যে তাঁদের পক্ষে সময় বের করা কঠিন। ফলে বাংলাদেশ যেন তাঁদের কাছ থেকে সময় নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে যায়, এটি ইউএসটিআরের চাওয়া।

এদিকে আজ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ বিষয়ে চূড়ান্ত অবস্থানপত্র পাঠাতে পারে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ কী কী বিষয়ে একমত হতে পারবে, সেগুলো অবস্থানপত্রে বলা হতে পারে।

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান গত রোববার রাতে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ইউএসটিআর তাদের কাছ থেকে সময় না নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে নিরুৎসাহিত করছে। কারণ হচ্ছে, আলোচনা করতে ইউএসটিআরের অনেক লোক নিয়ে বসতে হয় এবং তাদের একটা প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে।

বাণিজ্যসচিব গতকাল সোমবার বলেন, 'আমরা সময় চেয়েছি, তারা তাদের সময় জানাবে। আগেরবারও অল্প সময়ের মধ্যেই গিয়েছিলাম।' ইউএসটিআর যে ট্রাম্প প্রশাসনেরই দায়িত্বপ্রাপ্ত ও উপযুক্ত সংস্থা, সে কথাও জানান বাণিজ্যসচিব।

> **"আগামী ১০-১১ দিনে খুব ইতিবাচক কিছু পাওয়া কঠিন। তারপরও আমরা লবিস্ট নিয়োগ করতে চাই। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষিটা চালু রাখতে চাই আমরা।**
>
> **মাহমুদ হাসান খান,** সভাপতি, বিজিএমইএ

যুক্তরাষ্ট্র গত ২ এপ্রিল দেশটিতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ওপর ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। ওই দিন ৬০টি দেশের পণ্য আমদানিতে পাল্টা শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ৯ এপ্রিল তা তিন মাসের জন্য স্থগিতও করে যুক্তরাষ্ট্র।

পাল্টা শুল্কহার কমিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দুই দফায় আনুষ্ঠানিক আলোচনা করে সাফল্য পায়নি বাংলাদেশ। এরই মধ্যে গত ৮ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে জানিয়ে দেন বাংলাদেশের ওপর আরোপ করা পাল্টা শুল্কের হার ৩৭ শতাংশ হবে না, এটা হবে ৩৫ শতাংশ।

এমন ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পোশাক পণ্য তৈরি করা দেশের রপ্তানিকারকেরা হতাশ হয়ে পড়েন। সরকারের প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা। ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সমালোচনা করেন দেশের অর্থনীতিবিদেরাও।

এদিকে গত জুনের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ হঠাৎ নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) করে বসে। এ কারণে দেশটির সঙ্গে আলোচনার কোনো বিষয় সরকার কারও কাছেই প্রকাশ করতে পারছে না।

৯ থেকে ১১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে ইউএসটিআরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শেষে দেশে ফিরে গত ১৪ জুলাই অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। বৈঠকে তিনি খোলামেলা আলোচনা করতে পারেননি এনডিএ থাকার কারণে। ফলে তাঁদের কেউ ভালো কোনো পরামর্শও দিতে পারেননি।

এই ফাঁকে পাল্টা শুল্কের হার কমানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি পেতে বাংলাদেশ দেশটি থেকে আমদানি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। গত রোববারই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে ৭ লাখ টন গম আমদানির জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) করা হয়েছে। আবার যেসব পণ্য আমদানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে, সেগুলোর ওপর শুল্ক প্রায় শতভাগ প্রত্যাহারের পক্ষেও সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

লবিস্ট নিয়োগ প্রসঙ্গ

এ ধরনের আলোচনা ও দর-কষাকষি করতে বাংলাদেশ অভ্যস্ত নয় বলে শুরু থেকেই লবিস্ট নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন রপ্তানিকারকেরা। কিন্তু সরকারের দিক থেকে তা আমলে নেওয়া হচ্ছিল না। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শেষ দিকে এসে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে বলে জানা গেছে। সরকারের ইতিবাচক বার্তা পাওয়ায় ব্যবসায়ীরাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন।

পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আগামী ১০-১১ দিনে খুব ইতিবাচক কিছু পাওয়া কঠিন। তারপরও আমরা লবিস্ট নিয়োগ করতে চাই। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষিটা চালু রাখতে চাই আমরা।'

কোনো কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি পাল্টা শুল্ক কার্যকরের সময়সীমা বাড়ান, তাহলে আলোচনার আরেকটি দরজা চালু থাকবে—এমন আশাবাদের কথা জানিয়ে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'লবিস্ট নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতেই সাত দিন লেগে যেতে পারে। তবে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আমাদের এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।'

এক প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, বিদেশি ক্রেতারাও চেষ্টা করছে। তবে তারা পরিষ্কার করে কিছু বলছে না।

প্রথম আলো

22 JUL 2025

৬১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি

২০২৪-২৫ অর্থবছর

গেল অর্থবছরে পরিমাণের দিক থেকে আমদানি বেড়েছে, তবে আমদানি মূল্যে কমেছে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট ৬১ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে, যা এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চেয়ে ৭ শতাংশ কম। আগের অর্থবছরে আমদানি হয়েছিল ৬ হাজার ৫১৪ কোটি ডলারের পণ্য। তবে পরিমাণের দিক থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমদানি বেড়েছে। সব মিলিয়ে সোয়া ১৪ কোটি টন পণ্য আমদানি হয়েছে, যা এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৩ কোটি ৭৬ লাখ টনের চেয়ে ৪ শতাংশ বেশি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আওতাধীন ৫০টি শুল্ক স্টেশনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খালাস হওয়া পণ্যের তথ্য পর্যালোচনা করে আমদানির এই চিত্র পাওয়া গেছে।

এনবিআরের তথ্যভান্ডার অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল, দেশীয় শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতিসহ দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এ রকম অনেক পণ্য আমদানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য স্থানীয় আমদানি ও নমুনা আমদানি বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত আমদানির হিসাব তুলে ধরা হয়েছে।

ডলার-সংকট নিয়ে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর শুরু হয়েছিল। অর্থবছরের ৩৬ দিনের মাথায় গত বছরের ৫ আগস্ট সরকারের পরিবর্তন হয়। দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। দেশে ডলার নিয়ে আগে থেকে যে কড়াকড়ি ছিল, তা তখনো আমদানির ক্ষেত্রে বহাল ছিল। সে জন্য নতুন সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ব্যবসায়ীরা অবশ্য বলেন, আমদানি এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। এখনো অনেক পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র (এলসি) খুলতে মার্জিন দিতে হয় বেশি।

সাধারণত দেশে পণ্য আমদানি বাড়লে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ে। কাঁচামাল আমদানি বাড়লে শিল্প খাতে উৎপাদন বাড়ে। যন্ত্রপাতি আমদানি বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। আর আমদানি কমলে উৎপাদনসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। গত অর্থবছরে শিল্পের অনেক খাতে কাঁচামাল আমদানি কমেছে। কমেছে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানিও।

যা যা বেড়েছে

পরিমাণে পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূমিকা রেখেছে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি কয়লা। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনে আসায় পণ্যটির আমদানি বেড়েছে। তাতে এই পণ্য পরিমাণে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। এনবিআরের হিসাবে, এই পণ্যের আমদানি ৪৮ লাখ টন বেড়ে পৌনে ২ কোটি টনে উন্নীত হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণে আমদানি বেড়েছে চালের। ঘাটতির কারণে গত অর্থবছরে সরকারি-বেসরকারি খাতে চাল আমদানি হয়েছে ১৩ লাখ ৮৯ হাজার টন। অথচ এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চাল আমদানি হয়েছিল এক হাজার টনের কম।

আমদানি বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল তুলা। পণ্যটির আমদানি ৮ শতাংশ বেড়ে ১৭ লাখ ৫৮ হাজার টনে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া ভুট্টা, অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, রড তৈরির কাঁচামাল পুরোনো লোহার টুকরো বা স্ক্র্যাপ, ডাল, অপরিশোধিত চিনি, এলপিজি ইত্যাদির আমদানিও বেড়েছে।

যা যা কমেছে

আমদানি কমার তালিকায় রয়েছে সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ক্লিংকার আমদানি হয়েছিল ২ কোটি ৫ লাখ টন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা কমে ১ কোটি ৯০ লাখ টনে নেমেছে।

সয়াবিন তেল ও প্রাণিখাদ্য তৈরির কাঁচামাল সয়াবিন বীজের আমদানিও কমেছে। এটির আমদানি ৭ শতাংশ কমেছে। আমদানি হয়েছে ১৭ লাখ ৩৫ হাজার টন। লোহার কাঁচামালের দ্বিতীয় প্রধান উৎস পুরোনো জাহাজের আমদানিও কমেছে। এটির আমদানি ১৫ শতাংশ কমেছে। আমদানি হয়েছে সাড়ে আট লাখ টন। মূলধনি যন্ত্রপাতিসহ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের বেশির ভাগেরই আমদানি কমেছে।

প্রিমিয়ার সিমেন্ট ও সীকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমিরুল হক বলেন, পণ্য আমদানির মধ্যে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দুশ্চিন্তার। কারণ, মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাওয়ার অর্থ, বিনিয়োগের উদ্যোগ কমে যাচ্ছে। এ জন্য ব্যাংকের সুদের হার কমানোসহ উদ্যোক্তাদের নীতিসহায়তা দিতে হবে।

- সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার, সয়াবিন তেল ও প্রাণিখাদ্য তৈরির কাঁচামাল সয়াবিন বীজ, পুরোনো জাহাজ, বিভিন্ন মূলধনি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, ডিজেল, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ইত্যাদি আমদানি কমেছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।